গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৫ - জুন ৩০, ২০১৬

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৪

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৫

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক অর্জন: সাম্প্রতিক সময়ে জিডিপি'র শতাংশে সরকারি ব্যয় বিশেষ করে বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত ছিল। যার ফলে সরকারি ঋণ ধারণক্ষমতা সহনীয় মাত্রার মধ্যে সীমিত থাকার পাশাপাশি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। বাজেটের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়মিত হালনাগাদকরণসহ বাজেট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরণের প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করা হয়েছে। সম্পদের ব্যবহারকে কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং অন্যান্য বৃহৎ মন্ত্রণালয়গুলোতে মধ্যমেয়াদি কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি বাজেট ও হিসাব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি প্রস্তুত করা হয়েছে। iBAS ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে iBAS++ প্রণয়ন ও স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি ঋণের ব্যয় ও ঝুঁকির মিশ্রণ সর্বনিম্ন রাখতে মধ্যমেয়াদি ঋণকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি, নগদ প্রবাহের প্রক্ষেপণ মডেল প্রস্তুত করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ: সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের প্রক্ষেপণ প্রক্রিয়ার উন্নতিসাধন, নগদ ব্যবস্থাপনাসহ সার্বিক ঋণ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন, আর্থ-ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, আর্থ-ব্যবস্থাপনায় কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: দক্ষ আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা, সরকারি বাজেট ও হিসাবের নতুন শ্রেণিবিন্যাস কাঠামোর বাস্তবায়ন, iBAS-WAN ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ, বেতন-ভাতা, পেনশন, ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কিত হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি ও সেবার মান উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা;
- বাজেট ঘাটতি ৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রেখে সরকারি ঋণ ধারণক্ষমতা সহনীয় পর্যায়ে রাখা;
- টেকসই ঋণ ধারণক্ষমতার বিশ্লেষণ (DSA), মধ্যমেয়াদি ঋণ কৌশল (MTDS) ও নগদ পূর্বাভাস মডেল হালনাগাদকরণ;
- বার্ষিক ঋণ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ;
- বাজেট ও হিসাব ব্যবস্থাপনার জন্য আধুনিক ও উন্নততর সফটওয়্যার (iBAS++) সংযোজন কাজের ৫০ শতাংশ সম্পন্ন করা;
- সরকারি বাজেট ও হিসাবের শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো চূড়ান্তকরণের কাজের ৫৫ শতাংশ সম্পন্ন করা
- পেনশনার ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ডাটাবেইজ প্রণয়নের চলমান কাজের প্রায় ৬০ শতাংশ সম্পন্ন করা এবং
- ফান্ডেড পেনশন ও সার্বজনীন পেনশন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠানসহ প্রাথমিক ধারণপত্র প্রণয়ন করা।

উপক্রমণিকা (Preamble)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ..... সালের ..... মাসের ..... তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

1294

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision):

দূরদর্শী ও টেকসই সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনা

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

বিচক্ষণ আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও সুষ্ঠু আর্থ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও সরকারের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. স্থিতিশীল আর্থ-ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ বণ্টনে দক্ষতার উন্নয়ন
২. সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা
৩. টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন
৪. পেনশন ব্যবস্থার সংস্কার ও সার্বজনীন পেনশন প্রচলন
৫. সরকারি আর্থ ব্যবস্থাপনার সংস্কার কার্যক্রম জোরদারকরণ

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন
২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন
৩. প্রশাসনিক সংস্কার ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৪. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. ক. সরকারের রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও পর্যালোচনা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা; খ. আর্থিক নীতিমালার উপর গবেষণা ও বিশ্লেষণ,এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষা,বাজেটের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন; গ. সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের জন্য বিনিয়োগে কারিগরি সহায়তা এবং হিসাব ও নিরীক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি; ঘ. বাজেট প্রণয়ন,অর্থ উপযোজন,পুনঃউপযোজন এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনসমূহের কার্যাবলি পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদন; ঙ. বেতন স্কেল, বেতন নির্ধারণ, ছুটি,পেনশন, আনুতোষিক, অবসর সুবিধা, ভ্রমণ ভাতা, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি এবং এরূপ বিষয়ে বিভিন্ন আর্থিক বিধানাবলি প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় আদেশ জারিকরণ; চ. বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন বহুপাক্ষিক এবং দ্বি-পাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী দাতা সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং আইএমএফ সংক্রান্ত বিষয়াবলি; ছ. ঋণ এবং সাহায্যসহ সরকারি ঋণ ও ট্রেজারি ব্যবস্থাপনা এবং জ. নতুন পদ সৃষ্টি, প্রস্তাব যাচাই ও নতুন ব্যয়ের পরিকল্পনা পরীক্ষাকরণ এবং আর্থিক শৃঙ্খলা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা